BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030037

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

পারস্পরিক আন্তঃসক্রিয়তায় শিক্ষার উপাদান : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রাজেশ পুরকাইত

purkaitrajes@gmail.com

সারাংশ:

শিক্ষার মৌলিক উপাদান পারস্পরিক ক্রীড়া প্রতিক্রিয়ার সহিত আবদ্ধ। বিদ্যার্থী বা শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের পরিস্ফুটন করতে শিক্ষা প্রক্রিয়া আবদ্ধ হয়। শিক্ষার্থী হলো শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান যে মধ্যমণি। শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মুখ্য উপাদান। শিক্ষক বিদ্যার্থীর মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবেন। শিক্ষক ভাতৃত্ব ও সহযোগিতা বোধের উদ্ভাবক। যার আদর্শ চিন্তা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থায় রোল মডেল স্বরূপ। শিক্ষকের কাজ শুধু পুঁথি থেকে শুষ্ক তত্ত্ব ও তথ্য বিতরণ নয় অন্তরের ভালোবাসা ও কৃপণ দানে তিনি শিক্ষার্থীদের পূর্ণ করে তুলবেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসুক ও গতিশীল এবং প্রাণচঞ্চল মুহূর্ত তার জ্ঞান ভান্ডারের পূর্ণতার সহায়ক। বিদ্যা অর্জন শুধু নয় আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থী সদ্য বিকশিত পদ্মের মত অম্লান সভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শিক্ষকের সাহায্যে তার জ্ঞানের বিচ্ছুরণ ও অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। পাঠ্যক্রম হলো এমন এক মাধ্যম যা অবলম্বনে শিক্ষক শিক্ষার্থীর যৌথ আন্ত সক্রিয়তার পদ প্রশস্ত হয়। মুখ্য উপাদান হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ অবস্থান করে পাঠ্যক্রম। বৈচিত্র্যময় জ্ঞান, কর্ম ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ হল পাঠক্রম। পাঠক্রম বাস্তবায়িত হয় শিক্ষকের সহায়তায়। শিক্ষাকে সচল রাখার প্রক্রিয়ায় পাঠক্রম এক অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যালয় হল এমনই এক পরিমণ্ডল যে শামিয়ানার তলায় শিক্ষক শিক্ষার্থী যৌথ মিথস্ক্রিয়া সম্ভব। শিক্ষালয় কে শিক্ষাবিতরণকারী তীর্থের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রাচীনকালের শিক্ষায় যে পর্নো কুটিরে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হত আধুনিক সময়ে বিদ্যালয় গুলিতে সেই জ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেকোনো কর্মের জন্য যেমন অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন শিক্ষা কার্যটিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নামক অনুকূল পরিবেশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অতি সর্বস্ব চিন্তা শুধু নয় শিক্ষার্থীর দেহ মনের বিকাশের ক্ষেত্রভূমি হল বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। শিক্ষার্থীর শারীরিক, জ্ঞানমূলক, সমাজ মূলক, আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টি সঞ্চালনের পাথরেখা প্রস্তুত করে শিক্ষার এই উপাদান টি।

সূচক শব্দ: *পাঠ্যক্রম, পূর্ণতা, প্রাণচঞ্চল, বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী, শিক্ষক।*

ভূমিকা:

শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব অনেক স্বাধীনতা, আর স্বাধীনতা আমি মুক্তি। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা শক্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা চিন্তার দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিবর্তনের পথ পেয়ে নতুন পথের সন্ধান করেছে। গুহা বাসী মানুষ সঙ্গবদ্ধভাবে অবস্থান করার কারণে প্রয়োজন বোধ করেছে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর সেখান থেকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে সমবেত ভাবে থাকতে skhole শব্দ থেকে স্কুল শব্দের উদ্ভব। শিক্ষা চিন্তায় মৌলিক উপাদান প্রসঙ্গে যে চারটি উপাদান তা পারস্পরিক আন্ত সক্রিয়তায় আবদ্ধ। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল শুধু থাকলে শিক্ষা পরিচালিত হবে না আবার শুধু শিক্ষক থাকলে শিক্ষা

ও গতি পাবে না। তাই প্রয়োজন বোধ হয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় সহ পাঠ্যক্রমকেও। পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় আর সে পথ দেখায় শিক্ষক। শিক্ষকের নির্ধারিত পথে পা বাড়াতে বাড়াতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ভিত্তিক কার্যাবলী এবং আদর্শ প্রাঙ্গণে দেহ ও মনের সুষম বিকাশের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করে। অন্যদিকে শিক্ষক তার আদর্শগত চিন্তা,ভাবনা কে শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মোচন করে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা শূন্য কলসি পূর্ণ করে। শিক্ষার্থী একটি সমাজের ভাবী নাগরিক। তার দ্বারাই একটি সামাজিক কাঠামো পরবর্তীকালে পরিচালিত তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নামক উপাদান মূল মেরুদন্ড। শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশ করাই হলো একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পন্থা। উক্ত কর্মে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মূলত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী। পাঠক্রম অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হোক কিংবা গতানুগতিক হোক তা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভান্ডার এবং ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ফলপ্রসূ হয়।

পাঠক্রমের মৌলিক নীতি এবং বিষয় সম্ভার শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল সেই প্রাঙ্গন যেখানে পাঠ্যক্রম বাস্তবায়িত হয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রিয়ার কারণে। পারস্পরিক আন্ত-সক্রীয়তা দ্বারা পাঠক্রম যখন বাস্তবায়িত হয় সেখানে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আছে এবং তার জ্ঞান ভান্ডারে পরিপূর্ণ বিকাশমভাব হয়।ফলত বিদ্যালয় পরিমণ্ডল এমন এক ক্ষেত্রভূমি যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থী পারস্পরিক সৌহার্দ্যতার কারণে শিক্ষার্থী যেমন আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠে তার পাশাপাশি তার মানসিক ও দৈহিক বিকাশ সম্ভব হয়।

আলোচনা:

মানব সমাজে ধীরে ধীরে জটিলতা আর জ্ঞানের প্রসারতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের সামনে হাজির হলো নানান সমস্যা। একটা সময় মানুষ উপলব্ধি করল শিক্ষা ছাড়া তার চলার পথের সমস্যাগুলি সমাধান সম্ভব নয়। তাই চলার পথে মানুষ উপলব্ধি করল শিক্ষা ছাড়া তার চলমান পথ কখনোই সুন্দর ও সাবলীল হবে না। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার ক্রমবিকাশের পথে পরিবেশ থেকে অথবা সমাজ পরিমণ্ডল থেকে একাধিক আকস্মিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় সেখান থেকে সে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি আমরা প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বা মধ্যযুগের শিক্ষাকে অতিক্রম করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করি শিক্ষা ব্যবস্থার সেখানে মৌলিক চারটি উপাদান বিশেষভাবে আন্তরলিন সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রথাগত শিক্ষা ও প্রথাগত শিক্ষা যে ব্যবস্থার কথা বলি না কেন শিক্ষার মৌলিক উপাদান বিশেষভাবে দুটি প্রক্রিয়াকে সতত সাহায্য করে। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে,-কবির ভাষায় উন্মুক্ত খোলা প্রান্তরে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এ শিক্ষা আসলে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। মানুষ যখন বিদ্যানির্ভর কোন শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিমণ্ডল ও একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম কে অবলম্বনে উক্ত শিক্ষা কাঠামো গড়ে ওঠে। আসলে মানুষ যেদিন প্রয়োজন বোধ করল প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তার চৈতন্যদয় হোক সেদিনই একটি শিক্ষা কাঠামোর একাধিক উপাদান শিক্ষা ব্যবস্থা অনুভব করল। বর্তমান সময়ে শিক্ষার মৌলিক উপাদান গুলি এক বিশেষ হাতিয়ার শিক্ষা পরিকাঠামো চালানোর জন্য। আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার অতি উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান হলো শিক্ষক। কার্য তো তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাফল্যের প্রধান অস্ত্র। বিকাশ মুখি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক রূপকার। পরিবারের পিতামাতার হাত ধরে শিক্ষাজীবনের চলার পথে শিশু প্রথম পা রাখে তাকে সুচারু পথ পরিক্রমায় উত্তীর্ণ করে বিদ্যালয় স্তরে এসে শিক্ষক মহাশয়। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীকে যথার্থ পথের সন্ধান দেখান আবার শিক্ষার্থীর আচরণ ধারাকে সমাজ অনুমোদিত পথে চলতে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমে একাধিক বিষয় আর উক্ত বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মুক্ত করেন সহজ সরল প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে শিক্ষক মহাশয়। শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসী সহনশীলতা তার ব্যক্তিত্বকে যেমন প্রকাশ করে পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুচারুপথে দৃঢ় মানসিকতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তুলে ধরেন বাস্তব সম্মুখে। শিক্ষকের মানব প্রেমের বাণী শিক্ষার্থীদের উপরে বর্ষিত হয় আর তার সেবা ধর্মী কর্ম প্রচেষ্ঠা টোটাল শিক্ষা কাঠামোকে এক নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কঠিন ও নিরস বিষয়বস্তুকে সাবলীলভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মোচন করেন। মোটকথা পাঠক্রমের বাস্তবায়নের প্রথম কান্ডারী হলেন শিক্ষক মহাশয়।

শিক্ষক তার নিজের পেশার প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় ও পাঠ্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার জন্য আদর্শ শিক্ষণ পরিকাঠামোতে অংশ নেন। পেশাগত সাফল্য অর্জনে তিনি বদ্ধপরিকর অন্যদিকে তার জ্ঞানপিপাসু মন তাকে নিয়মিত

পাঠের দিকে এগিয়ে দেয়। একজন শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর স্বরূপ। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় The teacher can never truly teach, unless he is still learning himself.A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its flame. শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক কল্যাণের ক্ষেত্রে শিক্ষক সতত ক্রিয়াশীল। শিক্ষকের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মনোভাব শিক্ষার্থীদের উপরে বর্ষিত হয় সেখান থেকেই শিক্ষার্থী সু নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শিক্ষক পেশাগত জীবনে নিজের মর্যাদা ও সংহতিবোধকে সকল সময় বজায় রাখার চেষ্টা করেন তার সচেতনতা ও নিয়ম নিষ্ঠা শিক্ষার্থীদেরকে কর্তব্য পরায়ণে উদ্বুদ্ধ করে। রসবোধ শিক্ষণ কার্যে উপস্থাপন দক্ষতা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যসূচি নির্ভর বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার তুলে ধরার চেষ্টা করেন। জীবন ও জগত ক্রম পরিবর্তনশীল। বস্তুজগতে এবং মানব জীবনেও সেই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত। গতিশীল জীবন তাই একজন শিক্ষক সেই সত্যটিকে মেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধ্যান-ধারণায় নতুন ব্যবস্থা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। উক্ত দিকগুলি থেকে বিশেষত শিক্ষকের বর্ষিত নানান দিকবিদিক জ্ঞাননির্ভর ভাবনা শিক্ষার্থীদের কেই শাণিত করে।

অন্যদিকে শিক্ষার্থী শিক্ষার অন্যতম উপাদান। শিক্ষা ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক উপাদান হিসেবে শিক্ষার্থীর কথা বলা যায়। শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব ছাড়া শিক্ষা বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তাই শিক্ষার্থী হলো শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। দ্বিমেরু প্রক্রিয়ায় একদিকে শিক্ষক অন্যদিকে শিক্ষার্থী আন্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান সঞ্চালন হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগবেই কে শিখবে? তার উত্তর আসে শিক্ষার্থী। কে শেখাবে? তার উত্তর আছে শিক্ষক। তাই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর যৌথ সংমিশ্রণে শিক্ষার ভিত দাঁড়িয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করাই হলো শিক্ষার মূল প্রয়াস। অন্য দিক থেকে বলা যায় শিক্ষার্থীর গুণাবলী গুলিকে নির্দিষ্ট করে সঠিক পথে সেগুলিকে বিকাশ সাধন করা তৎসহ প্রত্যাশিত আচরণের উন্মেষ ঘটানো। শিক্ষার্থী হলো শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদান। শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার পরিবর্তন এবং জ্ঞান সংগঠন এই দুটো দিককে সামনে রেখে এগিয়ে চলে শিক্ষা কাঠামো। বৃদ্ধি, আগ্রহ, প্রবনতা প্রভৃতি অধিকারী হল শিক্ষার্থী। শিক্ষা অর্জনের জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন শিশু তার অধিকারী পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নমনীয়তা তাকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ আচরণ আয়ত্ত করতে সামর্থ্য অর্জন করায় শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষার্থী তার সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিনিয়ত সে পরিবেশের সাথে অভিযোজন করার চেষ্টা করে সেখান থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। সুতরাং শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিশু বা শিক্ষার্থী যাই বলি না কেন তাকে ছাড়া শিক্ষার পরিচর্যা করা অর্থহীন।

শিক্ষা কাঠামোয় কে শিক্ষা দেবে কাকে শিক্ষা দেবে তার পাশে প্রশ্ন আসে কি শিক্ষা দেবেন। মূলত মানুষ যতদিন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে ততদিন এসে কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা অর্জন করবে। আসলে শিক্ষার্থী শিক্ষক কোন একটি মাধ্যম কে সামনে রেখে বিষয়কে পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। সেই মাধ্যম হলো পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে শিক্ষার্থীকে যে দৌড়ের পথে চলতে হয় সেই পথ হল পাঠ্যক্রম। প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ শিক্ষা যখন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হতো তখন শিক্ষক নির্দেশিত শিক্ষার্থীর করণীয় কাজ এই পাঠক্রম বলতো। শিক্ষক যাই বলতেন শিক্ষার্থী তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্ঞানপিপাসু মন যখন নতুন কিছু জানতে চাইল তখনই প্রয়োজন বোধ হল কিছু বিষয়ের সম্ভার। আর তাই হল পাঠক্রম। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি নয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ অর্থাৎ তার দেহ মন ও সংস্কৃতির উন্মেষ সাধন। পাঠক্রম হলো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর যে সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারই সমবায়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর বুদ্ধাংক ও মেধার পরিবর্তন। বিশেষত প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঠক্রম ক্রম পরিবর্তনশীল। এই পাঠ্যক্রম এর ভেতরে থাকে পাঠ্যসূচী যাকে কেন্দ্র করে আলোচনায় অগ্রসর হন শিক্ষক মহাশয়। যে আলোচনাটি ঘিরে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হয় ফলত পাঠক্রম হল এমনই এক মাধ্যম যার এক প্রান্তে থাকে শিক্ষক অন্যপ্রান্তে থাকে শিক্ষার্থী।

পারস্পরিক সম্পর্কে শিক্ষা উপাদান: শিক্ষার মৌলিক যে চারটি উপাদান তা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। ক্রিয়াটিকে সমান্তরাল ভাবে সাজালে যা দাঁড়ায়,-শিক্ষা=শিক্ষার্থী+শিক্ষক+পাঠক্রম+বিদ্যালয়। আসলে একটি শিক্ষা কাঠামো মূল স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে এই উপাদানগুলির পারস্পরিক সহযোগিতায়। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। উপাদানগুলির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াতে যে সমন্বিত রূপ অধিষ্ঠিত হয় তারই প্রতিবিম্ব সমাজের উপরে প্রতিফলিত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এই দুই

মানবীয় উপাদান সহাবস্থান করে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে শিক্ষকের জীবন আদর্শ শিক্ষার্থীদের উপরে বর্ষিত হয়। আধুনিক সময়ে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গুরুত্বকে পারস্পরিক আবদ্ধ সমর্থন করা হয়েছে। আধুনিক সময়ে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সংগঠনের জন্য কিছু রাস্তা বাতলে দেবেন। যে পথে হাঁটবে শিক্ষার্থী। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হয় তার মূল পর্বে থাকে পাঠক্রম নির্ধারিত কিছু পথরেখা। শিক্ষার্থীর কাজ হল পাঠক্রম অবলম্বনে শিক্ষকের সাহায্যে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। যে সূচি বা বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনায় সে ব্রতি হবে তা পাঠ্যক্রম নির্ভর। পাঠক্রমের হলো শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ। পাঠক্রম নির্ধারিত হয় শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রেক্ষিতে অন্যদিকে পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষকের কাজ হল পাঠক্রমকে বাস্তবায়িত করা। পাঠক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল আর এই পরিবর্তন মূলত শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে বিচার্য হয়। শিক্ষকের দ্বারাই পাঠক্রম বাস্তবায়ন হয় আবার শিক্ষকের ফিডব্যাক এর উপর নির্ভর করে পাঠক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং পাঠক্রম বাস্তবায়ন অথবা পাঠক্রমের পরিবর্তন দুটো দিকই শিক্ষকের দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত। অপর প্রান্তে শিক্ষালয় বা বিদ্যালয় যা বলি না কেন শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠক্রম পারস্পরিক সম্পর্কের আবদ্ধে শিক্ষালয়ের উপর নির্ভরশীল। উপরিউক্ত তিনটি উপাদান শিক্ষালয়ের উপরেই নির্ভর করে চলে। শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ আবার শিক্ষার্থীদের খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির বিকাশে শিক্ষালয়ের ভূমিকা যথেষ্ট। পাঠক্রম নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় যে পরিবেশকে অবলম্বন করে তা হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয় এর প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাবের দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতি ও বিশেষভাবে নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কেন্দ্রিক আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র শিক্ষা উপকরণের বিশেষ সহায়ক। সবশেষে ইহাই প্রতীয়মান শিক্ষা উপাদানগুলি একে অপরের সাথে অন্তর সম্পর্কে জড়িয়ে। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কাউকে অধিক বলা যায় না বিশেষত প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে গেলে সমস্ত উপাদান গুলির প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবার প্রতিটি উপাদান সমন্বিতভাবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুচারো পথে পৌঁছে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- মুখোপাধ্যায়. ডঃ দুলাল, ২০১৮, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষা অধ্যয়ন, আহেলি পাবলিশার্স, কলিকাতা।
- পান্ডা. ডঃ উজ্জ্বল, চট্টোপাধ্যায়. ডঃ মিহির, সেন. স্বপন, ২০১১, শিক্ষার।
- দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- ইসলাম, নুরুল, ২০১০, পাঠক্রম চর্চা ব্যবহারিক শিক্ষাবিজ্ঞান, শোভা প্রকাশনী, কলিকাতা।
- পাল. ডঃ দেবাশীষ, ধর. ডঃ দেবাশীষ, দাস. ডঃ মধুমিতা, ঘোষ, বিরাজ লক্ষ্মী, ২০১২, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- রায়, সুশীল, ১৩৮৮ ষষ্ঠ সংস্করণ, শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- পাল, ডঃ দেবাশীষ, ২০১৫, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণে শিক্ষা অধ্যয়ন, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।

Citation: **পুরকাইত. রা.,** (2025) "পারস্পরিক আন্তঃসক্রিয়তায় শিক্ষার উপাদান : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.